দৈনিক বাংলা
তাং 19 OCT 1986 পৃঃ 6 কলাম 5

125

সার্ক-এর অগ্রযাত্রা

গত ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ-এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠন প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কৃতিত্ব।

সার্ক একটা ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে। এই ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়ায় সদস্য জাতিগুলো পরিমিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন। প্রতিটি ধাপে অর্জিত সুফলকে যত্নের সঙ্গে সুসংহত করার পর তারা পরবর্তী ধাপের কাজে হাত দিয়েছেন।

সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে সংস্থাটির জন্মের পর এই প্রক্রিয়ায় এমন একটি গতিবেগ সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে আর পিছু হটার সুযোগ নেই। সহযোগিতার প্রেরণাই সার্ক-এর মূল শক্তি এবং এ সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সদস্য জাতিগুলোর সবাই চেষ্টা করছেন।

সার্ক সহযোগিতার প্রেরণা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। উড়িরচরের পুনর্বাসন এবং যৌথভাবে গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের সিদ্ধান্ত সার্ক প্রেরণার দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ ধরনের মনোভাব কল্যাণকর, অভিপ্রেত এবং প্রয়োজনীয়। এ ধরনের সহযোগিতা এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণ সাধন করবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করবে।

উদ্বোধনের দিন থেকে সার্ক এখন বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সার্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবগণ সংস্থার কাঠামোগত নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। সচিবালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। চলতি বছরের নবেম্বর মাসে ভারতের বাংগালোর শহরে শীর্ষ পর্যায়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাতে এসব উপস্থাপিত হবে। গত ডিসেম্বরের শীর্ষ সম্মেলনের দু বছরে একবারের বদলে প্রতি বছর একবার করে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ কত বেশি গুরুত্বের সঙ্গে এ সংস্থাকে গ্রহণ করেছেন।

সার্ক-এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ গত জুলাই মাসের শেষ নাগাদ সার্কভুক্ত দেশগুলো সফর শেষ করেছেন। সংক্ষেপে তার এই সফর লব্ধ ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেছেন যে তার সফর ফলপ্রসূ হয়েছে। তার এ সফরের ফলে দুসময়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র নবতর গতিবেগের সঞ্চার হয়েছে। শীর্ষ সম্মেলন এবং মন্ত্রী পর্যায়ের আলাপ-আলোচনায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে যে ইতিপূর্বে সহযোগিতার জন্য যে সব ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল সে সব ক্ষেত্রে সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ধারণাকে ফলপ্রসূ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এখন সুনির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যম হিসাবে এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করে সার্ক ইতিমধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ আঞ্চলিক সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে তাতে সেই মূল ধারণাই জোরদার হয়েছে যে, আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যম হিসবে এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশের উন্নতি সাধনে সার্ক ইতিমধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ আঞ্চলিক সংস্থা থেকে এ পর্যন্ত যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা লাভ করা গেছে তাতে সেই মূল ধারণাই জোরদার হয়েছে যে, আঞ্চলিক সহযোগিতার নিরিখে নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক নীতি-

সমূহে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো সন্নিবেশ করতে পারলে দক্ষিণ এশিয়ার অনাহরিত বিপুল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সীমাহীন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখা যায় না। সার্ক গঠনের উদ্বোধনী বৈঠকে সবাই সুস্পষ্টভাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, সংস্থাটি অচিরেই নিজ বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে। সার্ক গঠনের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল বাংলাদেশ। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রয়াসেও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এ অঞ্চলের খনিজ সম্পদের পরিমাণ বিপুল, কিন্তু সংগঠনের অভাবে এবং সম্পদ ও কারিগরি প্রযুক্তির অপ্রতুলতার জন্য এ সব সম্পদ [illegible] করা যাচ্ছে না। পানি সম্পদ এর একটা ভাল দৃষ্টান্ত।

অনেক দিক থেকে অভিন্ন ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিশিষ্ট সাতটি দেশের জনগণের যৌথ কল্যাণে এ অঞ্চলের প্রাপ্য সম্পদ ও কারিগরি প্রযুক্তি আহরণের অভিপ্রায় থেকেই সার্ক-ধারণার উন্মেষ ঘটেছিল।

সার্ক উদ্যোগের বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টি যে সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সার্ক-এর সম্পর্কের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থার অভ্যুদয়কে তারা অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী সার্ক-এর সাথে হাত মেলানোর অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে।

আশা করা যাচ্ছে যে বাঙ্গালোরে যে পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন হতে যাচ্ছে তাতে যৌথ স্বার্থ এবং অভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে আর তাতে এলাকার অব্যাহত প্রগতির পথ অধিকতর সুগম হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক গঠনের জন্য প্রথম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তটি যে কেবল এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অবদান, অগ্রণী ভূমিকা ও প্রাথমিক উদ্যোগের স্বীকৃতির জন্য নেয়া হয়েছিল তা নয়, ঢাকায় প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্প্রতি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো সফর করেছেন। এই সফরের ফলে যে প্রেরণা ও শুভেচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপরও তার অনুকূল প্রভাব পড়েছে। আঞ্চলিক শান্তি, সহযোগিতা ও অগ্রগতি অর্জনের জন্য সম্মিলিত প্রতিশ্রুতিরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সার্ক। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যে যৌথ আত্মনির্ভরতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে স্বাধীনতা কেবল অভিপ্রেত নয়, অত্যাবশ্যকও।

আঞ্চলিক সহযোগিতা যদি একবার অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভজনক বলে প্রমাণিত হয় এবং একটা আস্থার ভাব সুসংহত হয়ে ওঠে, তবে পারস্পরিক কল্যাণের অর্থনৈতিক সহযোগিতার [illegible] সম্প্রসারিত হবে। এদিক থেকে আমাদের গোটা জনগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

সার্ক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে শান্তি, স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। সর্বোপরি এটা হবে এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাঠামো।

(বিশেষ প্রবন্ধ)